যুগান্তর

তারিখ 18-NOV-2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ভারপ্রাপ্ত অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসির স্বাক্ষর

বেসরকারি ১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ গ্রহণযোগ্য নয়

যুগান্তর রিপোর্ট

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের (অ্যাক্টিং ভিসি) স্বাক্ষরে দেয়া ১৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ গ্রহণযোগ্য নয় বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসিদের স্বাক্ষর করা সব ধরনের সনদ। তবে এসব সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি বাতিল করা হয়নি। তবে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগের পর ওইসব সনদ জমা দিয়ে তা নিয়মিতকরণ বা রেগুলারাইজড করা যাবে।

ভিসি নিয়োগের পর 'রেগুলারাইজড' করা যাবে

বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দেয়া হয়। এতে চিহ্নিত ১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ে জেনে-শুনে ভর্তি হওয়ারও পরামর্শ দেয়া হয়েছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভিসি, প্রোভিসি এবং কোষাধ্যক্ষ একজনও নেই।

এদিকে ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, উল্লিখিত ১৮টির বাইরে আরও বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, প্রোভিসি এবং কোষাধ্যক্ষ নেই। ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০টিতে ভিসি, ৬৫টিতে প্রোভিসি এবং ৪৫টিতে কোষাধ্যক্ষ নেই। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা ইউজিসির ওয়েবসাইটেও (www.ugc.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান যুগান্তরকে বলেন, ইউজিসি বলার পরও উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা নিয়োগ করছে না। নিজেদের ইচ্ছেমতো 'ভারপ্রাপ্ত ভিসি' নিয়োগ করে রেখেছে। অথচ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে এ ধরনের কোনো পদ নেই। তাছাড়া ভারপ্রাপ্ত হোক আর ভারমুক্ত হোক, ভিসিসহ প্রধান তিন কর্মকর্তা নিয়োগের এখতিয়ার খোদ মহামান্য রাষ্ট্রপতির। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তির অধিকারেও হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যেসব বিশ্ববিদ্যালয় তথাকথিত ভারপ্রাপ্ত ভিসির স্বাক্ষরে সনদ দিয়েছে, চ্যান্সেলর (রাষ্ট্রপতি) নিযুক্ত নিয়মিত ভিসি নিয়োগের পর তারা তা ফেরত নিয়ে আবার সনদ দিতে পারবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি বাতিল করা হয়নি। ওইসব সনদ ■ পৃষ্ঠা ১৮ : কলাম ৪

বেসরকারি ১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ গ্রহণযোগ্য নয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

'রেগুলারাইজড' করার সুযোগ আছে।

৩ সেপ্টেম্বর যুগান্তরের প্রধান প্রতিবেদন ছিল 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় : ক্ষমতাহীন ভিসি-প্রোভিসি'। ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল, ৩৭ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, ৬৮টিতে প্রোভিসি এবং ৫১টিতে কোষাধ্যক্ষ নেই। ইউজিসির উপ-সচিব জেসমিন পারভীন বলেন, 'চেয়ারম্যান স্যার ওই প্রতিবেদন দেখার পরে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে অতিসত্বর শীর্ষ কর্মকর্তা নিয়োগের নির্দেশনা দেন। সে অনুযায়ী ইউজিসি এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়কে এক মাসের আলটিমেটাম দেয়া হয়। এ সময়ের মধ্যে ভিসি, প্রোভিসি এবং কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের প্রস্তাব পাঠানোর কথা ছিল। বেশকিছু প্রতিষ্ঠান প্রস্তাব পাঠিয়েছে। ওইসব প্রতিষ্ঠানে ভিসিসহ শীর্ষ কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসিতে অব্যাহত আছে। কিন্তু ইউজিসির এ নির্দেশনা তেমন গুরুত্ব দেয়নি ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়।'

এদিকে ইউজিসির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চিহ্নিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভারপ্রাপ্ত ভিসি নিয়োগের ক্ষেত্রেও রীতি অনুসরণ করেনি। ভিসি, প্রোভিসি, কোষাধ্যক্ষ হবেন শিক্ষকরা। এ ব্যাপারে আইনে সুনির্দিষ্ট শর্ত উল্লেখ আছে। কিন্তু কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের অনুগত অশিক্ষকদের ভারপ্রাপ্ত ভিসি করে বছরের পর বছর চালিয়ে যাচ্ছে। মূলত কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সনদ ব্যবসা ও আয়ের অর্থ লুটপাট করতে এমন কৌশলের আশ্রয় নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আছে, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি। এটিতে ২০০৯ সালের পর থেকে ভিসি নেই। দি পিপলস ইউনিভার্সিটিতে ২০১৪ সালের পর ভিসি নেই। মালিকানা দ্বন্দ্বে ভারাক্রান্ত ইবাইস ইউনিভার্সিটির ভিসি নেই ২০১২ সাল থেকে। ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়ায় ২০১৬ সালের জানুয়ারি, রয়েল ইউনিভার্সিটিতে ২০০৯ সাল, ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটিতে ২০১৩ সাল এবং জার্মান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে ২০১৬ সালের মার্চের পর থেকে ভিসি, প্রোভিসি এবং কোষাধ্যক্ষ কিছুই নেই। ঈশাখাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, জেডএইচ শিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি, রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়, সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, আর্মি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি-কাদিরাবাদ, আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি-সৈয়দপুর, বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি-কুমিল্লা।

ইউজিসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৩১(২) ধারা অনুযায়ী ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী এবং একাডেমিক কর্মকর্তা। ইউজিসির একাধিক নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও দেশের ১৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি, প্রোভিসি এবং কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এর ফলে শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেটের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। রাষ্ট্রপতির নিয়োগ করা ভিসির স্বাক্ষর ছাড়া সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য হবে না। মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসির স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে। ভারপ্রাপ্ত ভিসিদের অর্থ সংক্রান্ত চেক এবং অন্যান্য দলিলপত্রের স্বাক্ষরও অবৈধ হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অর্জিত ডিগ্রির মূল সনদ ভিসি এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক স্বাক্ষরিত হতে হবে। আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি চার বছর মেয়াদে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, প্রোভিসি এবং কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেবেন।